দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 06 JAN 1987
পৃষ্ঠা 7 কলাম /

দৈনিক ইত্তেফাক

মঙ্গলবার, ২১শে পৌষ, ১৩৯৩

বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক

কাদা-পানিতে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া থাকার একটি সংবাদচিত্র সম্প্রতি পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে কি ধরনের কাণ্ড-কারখানা চলিতে পারে, এই সংবাদচিত্র তাহারই পরিচয়। কথায়ও বলে, ছবি মিথ্যা বলে না। আলোচ্য সংবাদচিত্রটিও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ পদ্ধতির এক বাস্তব প্রকাশ। সবাই জানেন, স্বাধীনতার পর অগ্র-পশ্চাৎ বিচার-বিবেচনা না করিয়াই তদানীন্তন সরকার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন। এই অবিমৃষ্যকারী সিদ্ধান্তের কুফল সেদিন সারা জাতি হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছে। কিন্তু তবুও আমাদের হুঁশ হয় নাই। অধুনা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণে সেই একই তেলেসমাতি চলিতেছে। কোনও বৎসরই এইসব পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ঠিকমত হয় না; বহু স্থানেই যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পুস্তক পেঁছায় না। এমনকি ইতিপূর্বে বৎসরের শেষে নভেম্বর মাসে কোন কোন স্কুলে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছিবার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে দেশের পত্র-পত্রিকায়। গত বৎসরও ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে দেশের সব স্থানে পাঠ্যপুস্তক পেঁছানোর কথা ঘোষণা করা হইয়াছিল; কিন্তু কার্যতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা হয় নাই। চলতি বৎসরে কাদা-মাটিতে পাঠ্যপুস্তকের গড়াগড়ি খাওয়ার সংবাদচিত্র সেই বহুল প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনই স্মরণ করাইয়া দেয় যে, 'সরকারী মাল দরিয়ামে ডাল'।

আমরা আগাগোড়া বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ইহাতে দেশের শিক্ষাঙ্গনের ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ হইতেছে না। সে কারণেই বিভিন্ন মহল ও পত্রপত্রিকা যতই বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের গুণাগুণ বর্ণনার সাথে সাথে বিতরণ সুষ্ঠুতা দাবী করিতেছেন, ততই গোটা ব্যাপারটা হইয়া পড়িতেছে হযবরল। আসলে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের এই পরিকল্পনাটা যেন পরিকল্পনাহীনতারই নামান্তর। পরিকল্পনার মধ্যেই ইহার এমন সব ফাঁক ও ফাঁকি বিদ্যমান যদ্দরুন ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও জটিলতার সৃষ্টি হইতে বাধ্য। এই ধরনের ফাঁক ও ফাঁকির কারণে সরকারের শত সদিচ্ছা ও শুভেচ্ছাও যে সেই জটিলতার আবর্তে তলাইয়া যায়, বিগত এক যুগেরও অধিককালের এতদ-সংক্রান্ত ঘটনাবলী তাহার বড় প্রমাণ। সর্বোপরি বিনামূল্যের পুস্তক বিতরণের এই "নীতি" প্রথমতঃ মানুষকে ভিক্ষার মনোবৃত্তিতে অভ্যস্ত করে। দ্বিতীয়তঃ, এই ধরনের সরকারী 'দাতাগিরির' সুবাদে এক শ্রেণীর লোক সাধারণ গরীব অভিভাবকদের উপরে ছড়ি ঘুরাইবার সুযোগ পায়; তৃতীয়তঃ, এই গোটা পদ্ধতির সহিত যাহারা জড়িত, তাহাদের অনেকেই ইহাকে জনকল্যাণের চাইতে নিজেদের বিত্ত-গড়ার মোক্ষম মওকা হিসাবে গ্রহণে অভ্যস্ত হইয়া উঠে এবং চতুর্থতঃ, এই ব্যবস্থার পরিণতিতে পাঠ্যপুস্তকের কালোবাজারী শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনকে করে কলুষিত। ধনী ব্যক্তিরা কালোবাজার হইতে নিজ নিজ ছেলে-মেয়েদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ঠিকই সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু গরীবের সন্তানদের সরকারী দয়া-ভিক্ষার জন্য তাকাইয়া থাকিতে বছর গুজরাইয়া দিতে হয়।

অন্যদিকে, এই ব্যবস্থার সুবাদে স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডকে নামানো হইয়াছে ব্যবসাদারীতে। কথায় বলে, যার কাজ তারেই সাজে। বোর্ড কিংবা বোর্ডের কর্মচারীরা ব্যবসায়ী নন। এতদসত্ত্বেও তাঁহাদেরই কাঁধে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত নানান ব্যবসায়-বাণিজ্যের দায়িত্ব। ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। পুস্তকের মান নীচে নামিয়াছে। তিনজন নামী-দামী লেখক, চার কিংবা পাঁচজন ততোধিক নামী-দামী সম্পাদক,—কিন্তু তাহার পরেও বহু পাঠ্যপুস্তকে দেদার ভুল-ত্রুটির বিষয়টা পরিণত হইয়া পড়িয়াছে একান্তভাবেই স্বাভাবিক ব্যাপার। শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জাতীয়করণের মাকাল ফলের মহিমা দেশের মানুষ বহু আগেই হাড়ে হাড়ে টের পাইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও বর্ণচোরা জাতীয়করণের এই অভিশাপ হইতে দেশ ও জাতি যত শীঘ্র মুক্তি পাইবে, ততই মঙ্গল।

049